কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' ফেকাসে!

রফিকুল ইসলাম ▶

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় 'ব্লু' উপাধি। তবে টানা ১৪ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এই উপাধি দেওয়ার সংস্কৃতি। ২০১২ সালে উপাধি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও রহস্যজনক কারণে তা পরে বন্ধ হয়ে যায়। ওই বছর ব্লু উপাধিতে মনোনীত ৪৮ জনের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদবিরের অভিযোগ উঠেছিল।

ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। জাতীয় কিংবা আন্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার যেকোনো শিরোপা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের ঘরেই তুলত। কিন্তু এখন সেই ঐতিহ্য আর নেই। নেই ভালো মানের খেলোয়াড়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড় কোটা বন্ধ থাকায় তৈরি হচ্ছে না ভালো মানের কোনো খেলোয়াড়। ঢাবির শিক্ষার্থীরা নামেমাত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ঢাবির শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালক শওকাতুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'খেলাধুলায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমছে। কোটা পদ্ধতি বন্ধ করে দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। আগের ঐতিহ্য ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য জানা যায়, ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, ভলিবল, ব্যাডমিন্টনসহ বিভিন্ন খেলায় ঢাবি শিক্ষার্থীদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সুনাম ধরে রাখতে প্রতিবছর কোটায় ভালো খেলোয়াড়দের ভর্তি করা হতো।

বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের ব্লু প্রদান আইন অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি খেলোয়াড়কে আনুগত্য, মেধা, দক্ষতা ও নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে ব্লু উপাধি দেওয়া হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, হকি ও অ্যাথলেটিকসে বিশেষ অবদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এ উপাধি পেয়ে থাকে। ভালো খেলোয়াড় না থাকায় ব্লু উপাধিও দিন দিন উধাও হয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বা বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পুরস্কার দেওয়ার কথা আইনে বলা রয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রায় দেড় বছর আগে ব্লু উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সে অনুযায়ী মনোনীতদের নামের তালিকা প্রকাশ করে ক্রেস্ট তৈরিসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষ হয়। কিন্তু অজানা কারণে আটকে আছে উপাধি প্রদান। ২০১২ সালের জুন মাসে এক সভায় ২০০০-২০১০ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ৪৮ জনকে ব্লু উপাধি দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। এর আগে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৩৮ জনকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ব্লু প্রদান আইনের ২২(ই) ধারা অনুযায়ী, এ আইনের কোনো একটি ভঙ্গ হলে বা কম হলে তাকে ব্লু দেওয়া হবে না। তবে ২০১২ সালে নিয়ম ভঙ্গ করেও তদবিরের মাধ্যমে একাধিকজনকে এই উপাধির জন্য মনোনীত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সহিদ আকতার হুসাইন বলেন, 'তদবিরে কাউকে ব্লু উপাধির জন্য মনোনীত করা হয়নি। যাদের জন্য তদবির করা হয়েছে, তাদের উল্টো বাদ দেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, ব্লু প্রদানের সবকিছুই প্রস্তুত। তবে অনুষ্ঠান নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় দিতে দেরি হচ্ছে।

২০১২ সালে ব্লু প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন। তিনি অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, তদবিরের মাধ্যমে কাউকে মনোনীত করা হয়নি। যোগ্যদেরই মনোনীত করা হয়েছে। এরপর এই কমিটির দায়িত্বে আসেন অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তদবিরের বিষয়টি আমি শুনেছি। এ ধরনের তদবির আমার কাছেও এসেছিল, আমি না করে দিয়েছি।'

খেলোয়াড় কোটা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলায় অগ্রগতির জন্য ১৯৫৮-৭৯ সাল থেকে খেলোয়াড় কোটা চালু করা হয়। প্রতি শিক্ষাবর্ষে এই কোটায় প্রায় ৫০ জনের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হতো। তবে এ কোটার সুযোগে অযোগ্যরাও ভুয়া খেলোয়াড় সার্টিফিকেট নিয়ে 'বিশেষ তদবিরে' বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হতো। এই অনিয়মের কারণে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে খেলোয়াড় কোটা বন্ধ করা হয়। আর এই কোটা বন্ধ হওয়ার কারণেই খেলাধুলায় পিছিয়ে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।